মৃত্যুকে স্মরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

মৃত্যুকে স্মরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

(كلمة الناشر)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

‘মৃত্যুকে স্মরণ’ নিবন্ধটি মাননীয় লেখকের নিয়মিত কলাম ‘দরসে হাদীছে’ প্রথম প্রকাশিত হয় আত-তাহরীক মে’১৬, ১৯/৮ সংখ্যায়। বর্তমানে সেটিকে লেখক কর্তৃক পরিমার্জনা শেষে বই আকারে প্রকাশ করা হ’ল। লেখাটি খুবই হৃদয়স্পর্শী। আশা করি এটা কঠিন হৃদয়কে বিগলিত করবে। নিষ্ঠুর মানুষকে দরদী করবে। আত্মভোলা মানুষকে আখেরাতের পথে পরিচালিত করবে। লেখাটি পাঠ করে যদি কোন উদ্ধত মানুষ অবনত হয় এবং পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ এটিকে মাননীয় লেখকের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে কবুল করুন এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

বর্তমান ২য় সংস্করণে আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বইয়ের কলেবর ৫৬ থেকে ৮০ পৃষ্ঠা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
وَّإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ-

‘প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

بسم الله الرحمن الرحيم

মৃত্যুকে স্মরণ

হাসি-কান্নার এ পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় হ'তে চায় না। কিন্তু বিদায় হ'তেই হবে। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এ কথা সবাই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে যাই। আর তখনই শয়তান আমাদেরকে বিপথে নেয়। তাই নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং অন্যকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। স্বয়ং আল্লাহ তার শেষনবীকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে বলা হয়েছে।-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَآءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

অনুবাদ : সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিব্রীল এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন। যা খুশী কাজ করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তার ফলাফল পাবেন। জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে'।[১] অন্যদিকে আল্লাহ সরাসরি স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ– 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*।

বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আল্লাহ নিজে এবং জিব্রীলকে পাঠিয়ে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতএব মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দু'টিই মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা দুনিয়ায় লিপ্ত মানুষ মৃত্যুকে ভুলে যায়। এই ফাঁকে শয়তান তাকে দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ– 'তোমরা

১. হাকেম হা/৭৯২১; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১।

স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটির কথা বেশী বেশী স্মরণ কর'।[২] অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে দুনিয়ার আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে তার দীদার লাভের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

রূহ কি?

রূহ বা আত্মা কেমন বস্তু এর উত্তর মানুষের কাছে নেই। তাই মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً– 'আর ওরা তোমাকে প্রশ্ন করছে 'রূহ' সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮৫)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার কুরায়েশ নেতারা ইহূদী পণ্ডিতদের বলল, তোমরা আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দাও, যেটা আমরা এই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করব (এবং সে জবাব দিতে পারবে না)। তখন তারা বলল, তোমরা তাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। সেমতে তারা জিজ্ঞেস করল। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়' *(আহমাদ হা/২৩০৯ সনদ ছহীহ)*।

'অতি সামান্যই জ্ঞান' বলতে আল্লাহ্র মহাসৃষ্টির তুলনায় তোমাদের রূহ সম্পর্কিত জ্ঞান যৎসামান্যই। আর তা হ'ল মানুষের চেতনা ও অনুভূতি শক্তি। এটি রূহের বাহ্যিক স্বরূপ মাত্র। যা দেখে বুঝা যায় যে, মানুষটি বেঁচে আছে। প্রকৃত রূহের আকার ও অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানেনা। এটি জানার ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই মানুষকে আল্লাহ দেননি। এটি অদৃশ্য বিষয়। আর অদৃশ্যের চাবিকাঠি কেবল আল্লাহ্রই হাতে। যেমন তিনি বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ 'আর তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞানের চাবিকাঠি সমূহ। যা তিনি ব্যতীত কেউ জানেনা' *(আন'আম ৬/৫৯)*। তিনি যখন কিছু করতে চান, তখনই তাঁর নির্দেশমতে তা হয়ে যায় এবং তা দৃশ্যমান কিংবা অনুভূতির জগতে চলে আসে।

মানুষ আজও তার দেহে বাস করা নিজ আত্মার সন্ধান পায়নি। তাকে দেখতে পায়নি, ছুঁতে পারেনি বা ধরতে পারেনি। অথচ এই অদৃশ্য বস্তুটিকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মানুষ নিজের আত্মাকে না দেখে বিশ্বাস করে।

---

২. তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; নাসাঈ হা/১৮২৪; মিশকাত হা/১৬০৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

অথচ সে নিজের ও নিজের আত্মার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। জন্মের আগে মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না *(দাহর ৭৬/১)*। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, তিনিই আমাদের জীবনের পরিচালক ও কর্মবিধায়ক। এ বিশ্বাসটুকু আনার মত স্বল্প জ্ঞানও অনেকের মধ্যে নেই। সে তার আত্মার খবর কি করে জানবে? কিভাবে জানবে তার জীবন ও মৃত্যুর রহস্য? কিভাবে জানবে তার পুনরুত্থানের খবর? অথচ তার প্রতিদিনের ঘুমে ও জাগরণে সর্বদা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের খেলা চলছে। তার নিদ্রা যদি চিরনিদ্রায় পরিণত হয়, সেটাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা তার নেই *(যুমার ৩৯/৪২; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৩-৮৭)*। সে কি জানে যে, তার দেহের লোহিত রক্ত কণিকা (Red corpuscle) প্রতি চার মাসে এবং শ্বেত কণিকা (White corpuscle) প্রতি সপ্তাহে মারা যাচ্ছে ও তার পুনর্জন্ম হচ্ছে?

যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা অহংকার করি, সেই বিজ্ঞানের সত্যকে কোন বিজ্ঞানীই অভ্রান্ত বলেননি। বরং তার সবকিছুই অনুমিতি ও ধারণা নির্ভর। ধোঁয়া দেখে যেমন আগুনের ধারণা করা হয়, গ্যাসের বুদ্বুদ দেখে তেমনি তারা গ্যাস কূপ খনন করেন। অতঃপর ভূগর্ভের বহু নীচে গিয়ে কখনও গ্যাস পান, কখনও না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। সেকারণ বিজ্ঞানীদের সকলেই বলেছেন, Science gives us but a partial knowledge of reality 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'। তারা বলেন, 'আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখি না'। নিঃসন্দেহে সেই মূল সত্তাই হলেন 'আল্লাহ'। যিনি অদৃশ্যে থেকে সকল সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী' *(বাক্বারাহ ২/২০; হূদ ১১/৪ প্রভৃতি)*।

আল্লাহ, মৃত্যু ও পরকালকে অস্বীকারকারী এযুগের অদ্বিতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (১৯৪২-২০১৮ খৃ.)-এর ধারণা মতে 'মানুষের মৃত্যু হ'ল তার মস্তিষ্কের মৃত্যু'। যা একটি কম্পিউটারের মত। যখনই এর উপকরণ সমূহ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই এটি থেমে যায়। কম্পিউটার ভেঙ্গে গেলে যেমন তার স্বর্গ বা পরকাল বলে কিছুই থাকেনা, মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। অতএব পরকালের ঘটনাবলী একটি 'রূপকথার গল্প' (Fairy story) মাত্র। তিনি ২০১১ সালে বলেছিলেন, আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে

স্বাধীন। কোন স্রষ্টা নেই। কেউ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি। কেউ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না। সম্ভবতঃ নেই কোন জান্নাত, নেই কোন পরকাল। তাই আমাদের মহাবিশ্বের মহান নকশার কদর করতে হবে। আমি এই জীবন পেয়ে কৃতজ্ঞ' *(আত-তাহরীক জুন'১৮, ২১/৯ সংখ্যা)*। হকিং কিন্তু বলেননি, তিনি তার জীবন কিভাবে পেলেন। তার মস্তিষ্কের কম্পিউটার কে সৃষ্টি করল ও কে থামিয়ে দিল বা ভেঙ্গে দিল। তার দেহটি ১৯৬২ সাল থেকে কেন নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল? সেসময় ২০ বছর বয়সের তরুণ হকিং-কে তার চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া দু'বছরের জীবন পেরিয়ে পরবর্তী ৫৬ বছর বাঁচিয়ে রাখল কে? গত ১৪ই মার্চ'১৮ বুধবার মৃত্যুবরণকারী 'এযুগের 'আইনস্টাইন'[৩] খ্যাত স্টিফেন হকিং জীবিত থাকতে এসবের কোন উত্তর দিয়ে যাননি। তার ভক্তরাও দিতে পারেননি। পারবেনও না কোনদিন।

দেড় হাযার বছর পূর্বে এর উত্তর পাঠিয়েছেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। এখন অবিশ্বাসীরা হাযার চেষ্টা করলেও হারানো রূহকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

আল্লাহ বলেন, فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ– وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ– وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُونَ– فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ– تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ– 'বেশ তাহ'লে কেন তোমরা ফিরাতে পারো না যখন তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়?' *(৮৩)* 'আর তখন তোমরা কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ' *(৮৪)*। 'অথচ আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক

৩. আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খৃ.) স্পষ্টভাবেই বলে গিয়েছেন, Religion without science is blind and Science without religion is lame. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু' *(Albert Einstein, Religion and Science, New York Times Magazine, November 9, 1930, pp 1-4.)*। এ বিষয়ে আরও পাঠ করুন! 'হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব' *(আত-তাহরীক, ১৪/৯ সংখ্যা, জুন ২০১১; দিগদর্শন ২/১৬-১৯ পৃ.)*।